মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ১৮৩ সংখ্যা	পুরুল্যা	২ অক্টোবর, ২০২৪, বুধবার	১৫ আশ্বিন, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 183 Issue	Purulia	2 October, 2024, Wednesday	15 Ashwin, 1431	Price- Rs.3.00	

‘পিতৃপক্ষে পুজো উদ্বোধন করি না, ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ পুজো উদ্বোধন নয়। মহালয়ার আগে ‘উৎসব উৎসারিত’ করলেন তিনি। মঙ্গলবার লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে গিয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে এ কথা জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো বলে পরিচিত শ্রীভূমিতে শারদোৎসবের সূচনা করতে গিয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আজ উৎসব উৎসারিত হল। এর পরে অনেকেই বলতে পারেন, ‘পিতৃপক্ষে পুজোর উদ্বোধন করে দিলেন’। কিন্তু আমি তেমন নই। ধর্ম সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। আমার বাবা নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করতেন।” গত বছর অভিযোগ উঠেছিল, মহালয়ার আগে থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে পুজো উদ্বোধন শুরু করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু শাস্ত্রের নিয়ম দেখিয়ে কেউ কেউ দেবীপক্ষের আগেই পুজোর উদ্বোধন করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। মনে করা হচ্ছে সেই বিতর্ক এড়াতেই এ বার সুনির্দিষ্ট ভাবে পিতৃপক্ষে পুজোর উদ্বোধন না করার প্রসঙ্গ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীভূমির পুজোয় রাজ্যে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বন্যা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, বুধবার হুগলির পাশাপাশি মালদহ এবং মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকাতেও ত্রাণ পাঠানো হবে। সেই সঙ্গে আবার সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিকে ‘ম্যান মেড’ বলেন তিনি। আদিগঙ্গার পারের বাসিন্দা হওয়ার কারণে তিনি যে ভরা কটালের জোয়ারের সময় অনেক বার প্লাবনের মুখোমুখি হয়েছেন সে কথা জানিয়ে মমতা বলেন, “বুধবার মহালয়ার (অমাবস্যা) জোয়ার আসবে। সকাল ৯টা ১৩ থেকে বিকেল ৩টে ১৭ পর্যন্ত সূর্যগ্রহণ। যাঁদের গঙ্গার তীরে বাড়ি তাঁরা বুঝতে পারবেন। আমার বাড়ি আদিগঙ্গার পারে। সেখানেও জল ঢুকে গিয়েছিল।” এদিকে, পুজোয় নয়, বেশি নজর দিতে হবে বন্যা পরিস্থিতির দিকে—রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাকি মন্ত্রীদের উদ্দেশে এই বার্তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। পাশাপাশি, এ দিনই জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ-সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্তারা। বন্যা পরিস্থিতি এবং পুজোর প্রস্তুতি—উভয় দিকেই নজর রাখতে বলা হয়েছে জেলা কর্তাদেরও। পরে মুখ্যসচিব সাংবাদিক বৈঠক করে ইঙ্গিত দিয়েছেন, চলতি বছরে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে এবং জলমগ্ন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষা হবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রের কাছে তা পাঠানোরও ভাবনাচিন্তা করবে সরকার।

মিছিলে ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজ়াদি’ স্লোগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলে যাদবপুরে উঠেছে ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজ়াদি’ স্লোগান। তা নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। তাদের নির্দেশে ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠাল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ মেলার পর রবিবারের ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ আধিকারিকেরা। সোমবার প্রাথমিক রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, মিছিলের উদ্যোক্তাদের পরিচয়, স্লোগান দেওয়া ব্যক্তিরা কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না বিক্ষিপ্ত ভাবে ওই স্লোগান— এ রকম কয়েকটি বিষয় জানতে চাওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে যাবতীয় রিপোর্ট সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে দিল্লিতে। তবে এই বিষয়ে আরও তদন্ত করে দেখে ফের কিছু রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। রবিবার রাতে যাদবপুরে ‘তিলোত্তমার বিচার চাই’, ‘উই ডিমান্ড জাস্টিস’ ব্যানার লেখা একটি মিছিলের মধ্যে থেকে ‘কাশ্মীর মাঙ্গে আজ়াদি’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের তরফে পাটুলি থানায় দেশদ্রোহিতার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, এই স্লোগানের নেপথ্যে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ১৫-২০ জনকে চিহ্নিত করে ছবি সমেত বিস্তারিত তথ্য শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছেন গোয়েন্দারা।

পেজার বিস্ফোরণ ইজ়রায়েলের ‘মাস্টারস্ট্রোক’

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ লেবাননে পেজার বিস্ফোরণের ঘটনাকে ইজ়রায়েলের ‘মাস্টারস্ট্রোক’ বলে অভিহিত করলেন সেনাপ্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। মঙ্গলবার ‘চাণক্য ডিফেন্স ডায়লগ’ শীর্ষক একটি আলোচনাসভায় অংশ নেন তিনি। সেখানেই তিনি জানান, এই ধরনের হামলার জন্য কয়েক বছরের প্রস্তুতির প্রয়োজন। সনোপ্রধানের কথায়, “ইজ়রায়েল একটু অন্য রকম কাজ করেছে। প্রথমে তাঁরা হামাসকে নিকেশ করেছে। তার পর তারা অন্য দিকে (হিজ়বুল্লা) নজর দিয়েছে।” পেজার কী? পেজার হল যোগাযোগ মাধ্যমের অন্যতম একটি ডিভাইস। মোবাইল ফোনের বিকল্প হিসাবে পেজারের ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণত বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী এই ডিভাইস ব্যবহার করে। লোকেশন ট্র্যাক করা যায় না এই পেজারে। হাতে বা পকেটে করে পেজার নিয়ে ঘোরা যায়। সেই পেজারের মধ্যেই বিস্ফোরক রেখে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। গত ১৭ সেপ্টেম্বর লেবাননে পেজার হামলা চালায় ইজ়রায়েল। সরকারি সূত্রে জানা যায়, এই হামলায় হিজ়বুল্লার একাধিক সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের তালিকায় ছিল এক কিশোরীও। ইরানের রাষ্ট্রদূত আহত হয়েছেন এই হামলায়, এমনই খবর দেয় সংবাদ সংস্থা এপি। পেজার হামলার দায় ইজ়রায়েলের চাপিয়ে পাল্টা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখে হিজ়বুল্লাও। রবিবার লেবাননের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী শহর সিদোনে আকাশপথে হামলা চালায় ইজ়রায়েল। সোমবার ভোরে হামলা চালানো হয় লেবাননের রাজধানী বেইরুটের মধ্যবর্তী অংশে।

নির্যাতনের বিরুদ্ধে পর পর প্রতিবাদী নাগরিক মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ এ এক অন্য ‘দেবীপক্ষ’-এর সূচনা! উৎসবের নয়, দ্রোহের। যেমনটা জুনিয়র ডাক্তারেরা লিখেছিলেন গত রবিবার ধর্মতলার রাস্তায়। মশাল হাতে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন, নিহত চিকিৎসক বিচার না পেলে তাঁরা উৎসবে ফিরবেন না। রাস্তায় থেকেই আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। তাঁদের পাশে থেকে আগের মতোই একের পর এক কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে নাগরিক সমাজের পক্ষে। কলকাতা থেকে জেলা— ঘরে বসে নয়, বরং পথে নেমে দেবীপক্ষের সূচনা দেখতে চাইছে তারা। অন্য দিকে, ‘রাত দখল’-এর ডাক দেওয়া সেই মেয়েরা দেবীপক্ষের ধারণাটাই ভাঙতে চান। তাঁদের দাবি, একটা পক্ষ ধরে নয়, বরং এই আন্দোলন চলুক সারা বছর। সারা বছর ধরে মেয়েরা যেন নিজেদের কথা বলতে পারেন, সেই সুযোগটাই করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। মহালয়ার আগে নতুন করে পূর্ণ কর্মবিরতি শুরু করেছে রাজ্যের ২৩টি মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের মিলিত মঞ্চ। সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি তুলে ধরেছেন তাঁরা। জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি পূরণে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ না করা পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি মেডিক্যাল কলেজে চলবে কর্মবিরতি। সেই আবহেই নির্যাতিতা চিকিৎসকের জন্য বিচার চেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে কলেজ স্কোয়্যার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত মিছিল ছিল জুনিয়র এবং সিনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনের। তাদের পাশে রয়েছেন ‘রাত দখল’-এর ডাক দেওয়া মেয়েদের সংগঠন ‘রিক্লেম দ্য নাইট, রিক্লেম দ্য রাইট’ থেকে সাধারণ মানুষ, যৌনকর্মী, রূপান্তরকামীরা। মিছিলে হেঁটেছেন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডানের সমর্থকেরাও। বুধবার মহালয়াতেও জুনিয়র ডাক্তারদের একটি পূর্বঘোষিত কর্মসূচি রয়েছে। কলেজ স্কোয়্যার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করার কথা তাঁদের। সেখানে জুনিয়র ডাক্তারদের পাশাপাশি শহর ও শহরতলির সাধারণ নাগরিকদের পা মেলাতে দেখা যাবে। যেমন দেখা গিয়েছিল আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের আগের কর্মসূচিগুলিতেও। মিছিল শেষে ধর্মতলায় একটি সভাও করার কথা রয়েছে তাঁদের। কিন্তু তার পরের দিনগুলিতে কোন পথে এগোবে প্রতিবাদ কর্মসূচি? তা নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি জুনিয়র ডাক্তারেরা।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

‘আমার মনে থাকা কথা’—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘সময়ের অবলোকন’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জনপথে অন্নদাতা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘দিশাহীন পথে’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘পরিবীক্ষণ’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘অন্বীক্ষা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

‘শিকড়হীন বৃক্ষ’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘ঝুমুরের ঝংকার’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জল ও জীবন’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সফল হয়নি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প সফল হয়নি বলে মনে করছেন দেশটির বিরোধী দলগুলো। দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে উৎপাদন খাতের হিস্যার পরিসংখ্যান দিয়ে এ কথা বলেছে বিরোধী দলগুলো। ভারতের বিরোধী দলগুলো বলছে, ১০ বছর আগে ভারতের জিডিপিতে উৎপাদন খাতের যে হিস্যা ছিল, এখন বরং তার চেয়ে কমেছে। খবর ইকোনমিক টাইমস। ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরপরই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প ঘোষণা করেন। বুধবার তাঁর সেই প্রকল্পের ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। নরেন্দ্রর মোদির দাবি, ভারতের সবখানেই তাঁর প্রকল্পের সফলতার নজির দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দেশটির বিরোধী দলগুলোর প্রশ্ন, এই প্রকল্পে আদতে লাভ কী হয়েছে। ১০ বছর আগে ভারতের জিডিপিতে কারখানা উৎপাদনের হিস্যা ছিল ১৬-১৭ শতাংশ, এখনো তা সেই পর্যায়েই আছে। নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়ার' সাফল্যে সারা বিশ্বেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান তুলে ধরে ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের অভিযোগ, ২০১৩ সালে জিডিপিতে কারখানা-উৎপাদনের হিস্যা ছিল ১৫ দশমিক ২৫ শতাংশ; ২০২৩ সালে তা নেমে এসেছে ১২ দশমিক ৮৩ শতাংশে। এর কারণ হিসেবে কংগ্রেস সভাপতির দাবি, মোদি সরকারের নীতির ব্যর্থ হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যানেও তার প্রমাণ মিলেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০১৪-১৫ সালে ভারতের জিডিপিতে উৎপাদন খাতের হিস্যা ছিল ১৬ শতাংশ; ২০২৩-২৪ সালে তা নেমে এসেছে ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ। মাঝের সময়ে তা ছিল ১৬-১৭ শতাংশ। অথচ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপিতে উৎপাদনের হিস্যা ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। খাড়গের অভিযোগ, ২০১১-১২ সালেও ভারতের মোট কর্মসংস্থানের ১২ দশমিক ৬ শতাংশ হতো কারখানায়; ২০২১-২২ সালে তা ১১ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে এসেছে। ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি, প্রথম দিকে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচি ধীরগতিতে চললেও পরে তা গতি পেয়েছে। কোভিডের পরে কলকারখানায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারের উৎসাহ ভাতা প্রকল্পে কাজ হয়েছে। রপ্তানিতেও তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ভারতকে বৈশ্বিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি এই উদ্যোগ হাতে নিয়েছিলেন। 'মেক ইন ইন্ডিয়ার' মাধ্যমে ভারত পরবর্তী চীন হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা থাকলেও চাহিদা কম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বিশ্ববাজারে আজ মঙ্গলবার সকালে তেলের দাম কিছুটা বেড়েছে। হিজবুল্লাহ বাহিনীর প্রধান ইসরায়েলের হামলায় নিহত হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যে যে রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল, তেলের বাজারে তার প্রভাব খুব একটা পড়েনি। মূলত, চাহিদা কমে যাওয়া ও বাজারে জোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় তেলের দাম খুব একটা বাড়েনি। রয়টার্সের সংবাদে বলা হয়েছে, আজ সকালে ডিসেম্বর মাসের জন্য বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১৩ সেন্ট বেড়ে ৭১ দশমিক ৮৩ ডলারে উঠেছে। এ ছাড়া নভেম্বর মাসের চুক্তির জন্য ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ১১ সেন্ট বেড়ে ৬৮ দশমিক ২৮ ডলারে উঠেছে। বিশ্ববাজারে তেলের চাহিদা কমে গেছে; সে কারণে এ বছর তেলের বাজার নিম্নমুখী। মূলত, চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ায় এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশটির তেল আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কমেছে। চীন বিশ্বের বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশ। ফলে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে গেলে তেলের বাজারে তার প্রভাব পড়ে। এর মধ্যেই গতকাল সোমবার জানা গেছে, চীনের উৎপাদন কার্যক্রম এ নিয়ে টানা পাঁচ মাসের মতো কমেছে। এদিকে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেন্ট ক্রুড ফিউচারের দাম ৯ শতাংশ কমেছে; এ নিয়ে টানা তিন মাস ব্রেন্ট ক্রুডের দাম কমল। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসের পর আর কোনো মাসে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম এতটা কমেনি। চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ১৭ শতাংশ কমেছে—এক বছরের মধ্যে কোনো প্রান্তিকে এটাই ব্রেন্ট ক্রুডের সর্বোচ্চ মূল্যহ্রাস। একইভাবে ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম গত মাসে ৭ শতাংশ এবং তৃতীয় প্রান্তিকে ১৬ শতাংশ কমেছে। চাহিদার সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক উত্তেজনা। বিষয়টি হলো, ইসরায়েলের সঙ্গে লেবাননের হিজবুল্লাহ বাহিনীর সংঘাত শুরু হওয়ায় ইরানের এই লড়াইয়ে সরাসরি জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। ইরান এই হিজবুল্লাহ বাহিনীকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। দেশটি ওপেকের সদস্য। এখন তারা সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তেলের সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। এদিকে আজ ইসরায়েলের সেনাবাহিনী দক্ষিণ লেবাননের সীমান্তবর্তী এলাকায় হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে সীমিত পরিসরে সুনির্দিষ্ট হামলা শুরু করেছে। এ পরিস্থিতিতেও বৃহৎ তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো এই বছরের মধ্যে তেলের উৎপাদন আরও বাড়াতে চায়। এএনজেড অ্যানালিস্টের বিশ্লেষকেরা এক নোটে বলেন, বিশ্লেষকেরা এখন বাজার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি। তবে তেলের দাম খুব একটা বাড়ছে না। এএনজেড আরও বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যের অনিশ্চয়তা আছে ঠিক, কিন্তু ওপেকের তেলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনার কারণে বাজারে তেলের দাম তেমন একটা বাড়ছে না। তেলের বাজার স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে; সে কারণে তেলের দাম সব সময় একধরনের চাপের মুখে আছে। গত দুই বছর তেলের উৎপাদন ছাঁটাইয়ের পর চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ওপেক তেল উৎপাদন বাড়াতে চায়। তাদের লক্ষ্য তেলের উৎপাদন দৈনিক ১ লাখ ৮০ হাজার ব্যারেল বৃদ্ধি করা।

সোনা (১০গ্রাম): ৭৫৩৪০
রূপা (১ কেজি) : ৯০৯৫১
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৪৯

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৮৪২৯৯.৭৮
নিফটি—	২৫৮১০.৮৫
ন্যাসডাক—	১৮১১৯.৫৯
এ.সি.সি—	২৫১২.৭০
ভারতী টেলি—	১৭০৯.৯০
ভেল—	২৭৯.৬০
এল এন্ড টি—	৫৩৪৮.২০
টাটা মোটর্স—	৯৭৪.৭০
টি.সি.এস.—	৪২৬৮.৪০
টাটা স্টিল—	১৬৮.৪৫
ডাবর—	৬২৫.৩৫
গোদরেজ—	১৩৯৪.১৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৭৩২.০০
আই.টি.সি.—	৫১৮.১০
ও.এন.জি.সি.—	২৯৮.০০
সিপলা —	১৬৫৬.৮০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৭৯৭.৬০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৭৯৪.১৫
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১২৭২.৮৫
সেল—	১৪১.৩৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৭৮৭.৬০
সিমেন্স—	৭২০৫.৯০
ফাইজার—	৫৭০০.৮৫
ইউনিটেক—	১২.০৭
উইপ্রো—	৫৪১.৩৫
ডা. রেড্ডি–	৬৭৪৫.৫৫
মারুতি—	১৩২২৮.২০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১২৩২.৪৫
টি সি আই —	১০৭১.০০
মহানগর টেলি —	৫২.০৪
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	১৮১.৫০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১৫ আশ্বিন, ভাঃ ১০ আশ্বিন **২ অক্টোবর** ১৫ আহিন, সংবৎ ১৫ আশ্বিন বদি, ২৮ রবিঃ আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৩২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।২২। **বুধবার,** অমাবস্যা রাত্রি ঘ ১১।৭মিঃ। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৪৩ মিঃ। ব্রহ্মযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।২৮ মিঃ। চতুষ্পাদকরণ, দিবা ঘ ১০।৬ গতে নাগকরণ, রাত্রি ঘ ১১।৭ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। **জন্মে**—কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ১২।৪৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**— দ্বিপাদদোষ, দিবা ঘ ১২।৪৩ গতে দোষ নাই। **যোগিনী**-ঈশানে, রাত্রি ঘ ১১।৭ গতে পূর্ব্বে। **কালবেলাদি**-ঘ ৮।২৯ গতে ৯।৫৮ মধ্যে ও ১১।২৭ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ২।২৯ গতে ৪।১ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই, রাত্রি ঘ ১১।৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-নাই। **বিবিধ**-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ-আশান্বিত। **বৃষ**- গৌরব বৃদ্ধি। **মিথুন**- কর্ম্মসূত্রে ভ্রমণ। **কর্কট**- পরগৃহে বাস। **সিংহ**- পরাক্রম বৃদ্ধি। **কন্যা**-বিড়ম্বনা বৃদ্ধি। **তুলা**-ভ্রাতৃবিরোধ। **বৃশ্চিক**-বিপর্যয়। **ধনু**-স্বাস্থ্যহানি। **মকর**-উদরপীড়া। **কুম্ভ**-বাক্‌বিতণ্ডা। **মীন**-উন্মাদনা।

আগামীকাল

মেষ-দায়িত্ববৃদ্ধি। **বৃষ**- ভোগবিলাস। **মিথুন**- বন্ধুদ্বারা ক্ষতি। **কর্কট**- বেদনাহত। **সিংহ**- জলযানে বিপদ। **কন্যা**-আশাপূরণ। **তুলা**-হতাশাবোধ। **বৃশ্চিক**-প্রবঞ্চনা। **ধনু**-মনঃকষ্ট। **মকর**-সৎবন্ধু লাভ। **কুম্ভ**-গঞ্জণাভোগ। **মীন**-জমি-বিবাদ।

আজকের দিন

আজ ২ অক্টোবর

১৮৬৯ এই দিনই জন্ম হয়েছে ভারতের বিশিষ্ট শান্তিকামী নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির। তাঁর বাবার নাম করমচাঁদ কাবাচাঁদ গান্ধি। তাঁরা ছিলেন গুজরাতের পোরবন্দর এলাকার এক ব্যবসায়ী পরিবার। আইন পাশ করার পর মোহনদাস আরও বহু ভারতীয়র মতো দক্ষিণ আফ্রিকা চলে যান আইন ব্যবসার উপর জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। কিন্তু সেখানে তিনি বর্ণবিদ্বেষের পাল্লায় পড়েন। ফলে তাঁর মনে এই বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘনিয়ে ওঠে। তিনি অত্যন্ত শান্তির পথে সেই প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে থাকেন। তখনই তাঁর সঙ্গে ওই দেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ভারতীয়ের যোগাযোগ হয়। তাঁরা এই প্রতিবাদে সামিল হন। পরবর্তীকালে গান্ধিজি ভারতে চলে আসেন এবং এ দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। তাঁর অহিংসা ও শান্তির পথে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী পরবর্তীকালে সারা পৃথিবীতে এক মাইলস্টোন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'মহাত্মা' এই নামে সম্বোধন করেন। ফলে তিনি কেবল গান্ধিজি থেকে মহাত্মা গান্ধিতে রূপান্তরিত হয়। তাঁকে বর্তমান স্বাধীন ভারতের জনক হিসেবেও গণ্য করা হয়ে থাকে। মহাত্মা গান্ধির পথেই শান্তির আদর্শকে সামনে রেখে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বাধীন দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নেন। পরবর্তীকালে যে কজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই গান্ধিজিকেই রাজনীতির আদর্শ বলে মনে করে এগিয়েছেন।

শব্দজাল- ৬০৫৭

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
	■	৫		৬	■	৭	
৮	৯	■	■		■		■
■		■	১০	■	■	১১	১২
১৩		■	১৪	১৫		■	
	■	১৬	■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি ঃ- ১) গল্প বই। ৩) অজগর সাপ। ৫) তালজ্ঞানহীন। ৭) দেহ। ৮) হত দরিদ্র। ১১) লতিকা। ১৩) ইজ্জতদার। ১৪) এক ধরনের তুলো। ১৭) বানী। ১৮) তাগাদা।

উপরনীচ ঃ- ১) শাখা নদী। ২) সূর্য। ৩) প্রকান্ড। ৪) মোটা লাঠি। ৬) নজর বা দৃষ্টি। ৭) ক্লান্তি। ৯) নদী। ১০) যে কিছুই বোঝে না। ১২) বহুধন সম্পত্তির মালিক। ১৩) শ্রীকৃষ্ণ। ১৫) লালিত। ১৬) সময়।

উত্তর - ৬০৫৬

পাশাপাশি ঃ- ১) ফুলদানী ৩) মজুত ৫) বিমান ৭) মাও ৮) তসবি ১১) পালকি ১৩) বান ১৪) কপট ১৭) নজর ১৮) কলুষিত।

উপরনীচ ঃ- ১) ফুরসত ২) নীলিমা ৩) মদ ৪) তলাও ৫) বিবি ৬) বরবাদ ৭) মাকাল ৯) সহন ১০) নাক ১১) পাট ১২) কিসমত ১৩) বামন ১৫) পথিক ১৬) দর।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, হাসপাতালে তাণ্ডব পরিজনদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১ অক্টোবরঃ অন্য হাসপাতালে রেফারের পর এক প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। এই হাসপাতালেই সোমবার রাতে এক শিশুকন্যার জন্ম দেওয়ার পর পরই প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। ভোরের দিকে তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়। কিন্তু দ্রুত তাঁর শারিরীক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় পরিবারের লোকজন পার্শ্ববর্তী সারেঙ্গা সেবা মিশন হাসপাতালে যায়। সেখানেই এদিন সকালে মামনি দুলে নামের ওই প্রসূতির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই রোগীর পরিবার ও তাঁর গ্রামের পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে বহু মানুষ রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালে জমায়েত করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। রোগীর পরিবারের অভিযোগ রাইপুর গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের গাফিলাতির কারনেই প্রাণ গেল ওই প্রসূতির। অবিলম্বে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন রোগীর পরিজনেরা। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি।

রোগী মৃত্যুতে প্রবল উত্তেজনা বর্ধমান মেডিক্যালে, প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ১ অক্টোবরঃ সাপের কামড়ে রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। জুনিয়র ডাক্তারদের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এর পরই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন চিকিৎসকরা। রাতেই কর্মবিরতিতে শামিল হন তাঁরা। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। এই ঘটনার জেরে সরানো হল এক নিরাপত্তারক্ষীকে।

ঘটনার সূত্রপাত সোমবার গভীর রাতে। জানা গিয়েছে, সাপে কাটা এক রোগীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বর্ধমান মেডিক্যালে। সেখানেই রোগীর মৃত্যু হয়। এর পরই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ করেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে বচসা জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। দীর্ঘক্ষণ পর নিরাপত্তারক্ষীরা সেখানে যায় বলে অভিযোগ। এরপর জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীরা অশান্তিতে জড়িয়ে পড়ে। জুনিয়র ডাক্তারদের অভিযোগ, হাসপাতালে তাঁদের কোনও নিরাপত্তাই নেই। রাতেই কর্মবিরতিতে শামিল হন জুনিয়র ডাক্তাররা। খবর পেয়েই রাতেই ঘটনাস্থলে যান হাসপাতালের সুপার ও মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ-সহ অন্যান্যরা। দীর্ঘ আলোচনার পর সরানো হয় এক নিরাপত্তারক্ষীকে। অশান্তির ঘটনায় এক জনকে আটক করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল হাসপাতালে। উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ডের পর থেকেই হাসপাতালে জুনিয়র চিকিৎসদের নিরাপত্তা নেই বলে অভিযোগ উঠছিল। এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা।

কাস্টমার সেজে দোকানের ক্যাশ বাক্স সাফ করল দুষ্কৃতীরা, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১ অক্টোবরঃ কাস্টমার সেজে ওষুধের দোকানে ঢুকেছিলেন তিনজন দুষ্কৃতী। অবশেষে দোকানের ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা চুরি দুষ্কৃতীদের। তদন্তে পোলবা থানার পুলিশ। ঘটনা বরুনানপাড়া পোলবা বিডিও অফিসের সামনে একটি ওষুধের দোকানের। মঙ্গলবার দুপুরে ওষুধের দোকানে একাই ছিলেন দোকান মালিক অরবিন্দ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, একজন প্রেসার মাপতে আসে তার সঙ্গে আসে আরও দুই ব্যক্তি। প্রেসার মাপা হয়ে গেলে তার কাছ থেকে ওষুধ চায়। ওষুধের দাম কম দিয়েই দোকান ছাড়েন ওই ব্যক্তি। তখনো তার সঙ্গে আসা আরো দুই ব্যক্তির দোকানেই বসেছিলেন। ওষুধের সঠিক দাম নিতে তার পিছু নেয় দোকানদারের। যদিও তাকে আর পাওয়া যায়নি। ফিরে এসে দেখেন ক্যাশ বাক্স খালি। দোকানে থাকা দুই ব্যক্তিও নেই। প্রায় সাত আট হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে দাবি ওষুধ দোকানদারের। থানার দারস্থ হন তিনি। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পোলবা থানার পুলিশ।

৪ কুইন্টাল নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১ অক্টোবরঃ শারদ উৎসবের আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে অভিযান চালাল হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশের চণ্ডীতলা থানা। উদ্ধার প্রায় ৪ কুইন্টাল অবৈধ বাজি ও বাজি তৈরির উপকরণ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনগত পদ্ধতি মেনে উদ্ধার হওয়া সমস্ত দ্রব্য গুলো নষ্ট করা হবে।

হুগলি জেলা গ্রামীণ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চণ্ডীতলা থানার খরসরাই-বেগমপুর এলাকায় হানা দেয় চণ্ডীতলা থানার পুলিশ। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বাজি ও বাজি তৈরির উপকরণ, প্রয়োজনীয় সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মধ্যে ২ কুইন্টাল অবৈধ বাজি, সোডা (পিবিসি) ৭৫ কেজি, গন্ধক ৬০কেজি, অ্যালুমিনিয়াম গুঁড়ো ২৫ কেজি, এবং বারুদ ১৫ কেজি রয়েছে। আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, সর্বমোট ৩.৭৫ কুইন্টাল অবৈধ বাজি ও বাজি তৈরির উপকরণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে মঙ্গলবার আইনগত পদ্ধতি মেনে এই দ্রব্যসামগ্রী গুলো নষ্ট করা হবে।

প্রতিবছরই পুজোর আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজি খোঁজে অভিযান চালায় পুলিশ। গতবছর দত্তপুকুরে অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর নজরদারি আরও বেড়ে গিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালায় স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। এবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হুগলির চণ্ডীতলায় হানা দেয় পুলিশ।

পাথর খাদানে ধস, মৃত্যু তিন খাদান শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ১ অক্টোবরঃ কাজ চলাকালীন বীরভূমের পাথর খাদানে ধস। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিন শ্রমিক। গুরুতর আহত আরও একজন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদের নাম মুকেশ মাল, কমল মির্ধা, রাজেশ মির্ধা। তাঁদের উদ্ধার করে ভর্তি করানো হয়েছে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজে।

জানা গিয়েছে, নলহাটির একটি পাথর খাদানে কাজ করছিলেন চারজন। খাদানটি ঝাড়খণ্ড সীমানা লাগোয়া মহিষগড়িয়া গ্রামে। কাজের মাঝেই ধস নামে খাদানে। ঘড়িতে সময় তখন বেলা ১০টা। ধসে চাপা পড়েন সকলে। গুরুতর আহত হন চারজন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম-পরিচয় জানা গেলেও একজনের পরিচয় জানা হয়ে গিয়েছে। তাঁদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। একজন গুরুতর আহত। তাঁর চিকিৎসা চলছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে নলহাটি থানার পুলিশ। কীভাবে ধস নামল, তা এখনও অজানা। কর্তৃপক্ষের তরফেও কিছু জানা যায়নি। এই ঘটনায় আতঙ্ক বেড়েছে শ্রমিক মহলে। পরিবারগুলির দাবি, আর্থিক সাহায্য দিক খাদান কর্তৃপক্ষ। এর আগেও পাথর খাদানে দুর্ঘটনায় শ্রমিক মৃত্যু হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এর পর পুজোর মুখে এভাবে খাদানে ধস নেমে তিন শ্রমিকের মৃত্যুতে স্বভাবতই এলাকার পরিবেশ থমথমে।

বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১ অক্টোবরঃ সকালে রোজই তাঁকে বাড়ির বাইরে দেখা যায়। কিন্তু এদিন সকাল থেকে দেখা যাচ্ছিল না তাঁকে। প্রতিবেশীদের সন্দেহ হয়। বাড়ির আশপাশে উঁকি মারতেই দেখেন জানালার রেলিং থেকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন ওই বৃদ্ধা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধার নাম সন্ধ্যা প্রামাণিক (৬৩)। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়া শহরের সিনেমা রোড এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়ির দোতলার একটি ঘরের জানালার রেলিং থেকে ওই মহিলা দেহ ঝুলতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই বাঁকুড়া সদর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। এই ঘটনা নিছক আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, ওই মহিলা এলাকায় বেশি মেলামেশা করতেন না। দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। সেক্ষেত্রে অনেকেই আত্মহত্যা বলে মনে করছেন। তবে পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে।

মাকে গুলি করে খুন, যাবজ্জীবন সাজা ছেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১ অক্টোবরঃ মাকে গুলি করে খুনের অভিযোগ। দোষী ছেলের যাবজ্জীবন সাজা হল চুঁচুড়া আদালতে। জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের ২২ ডিসেম্বর রাতে হুগলির কানাগড়ে রাজু তিওয়ারি নামে এক যুবক তাঁর মা জ্যোৎস্না তিওয়ারিকে গুলি করে। পরদিন চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে মৃত্যু হয় জ্যোৎস্নার। এই ঘটনায় বড় ছেলে বীরেন্দরের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় রাজুকে। অভিযুক্ত হেফাজতে থাকাকালীন ২০১৮ সালের ২০ মার্চ চার্জশিট দাখিল করে পুলিশ।বিচারপ্রক্রিয়া চলাকালীন অস্ত্র আইন যুক্ত হয়। মোট ১৪ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। গত শুক্রবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন প্রথম দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা। আজ তার সাজা ঘোষণা হয়।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

সরকারের পরীক্ষা নিচ্ছে এরা

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বা পরামর্শ যাই বলা যাক না কেন,জুনিয়র ডাক্তারদের সব রকমের কাজে যোগ দিতে বলেছিলেন প্রধান বিচারপতি। তা সত্বেও জুনিয়র ডাক্তারেরা আবারও দশ দফা দাবি জানিয়ে কর্মবিরতি শুরু করে দিল। চার দফা,পাঁচ দফা,দফার দফা হয়ে যাওয়ার পর এবার দশ দফা। এরা ভেবেছে সরকার তাদের জন্য তহবিল খুলে দেবে এবং যা যা দাবি করবে সব করে দিতে বাধ্য। আসলে লাল পার্টির লোকেরা পিছন থেকে উস্কানি দিয়ে এদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে। পরপর তিনটি নির্বাচনে হেরে একদিকে নেতৃত্বহীন,অন্যদিকে দিশেহারা,জিরো থেকে হিরো হওয়ার চেষ্টা মাত্র। ভাঙা সিঁড়িতে পা দিয়ে কখনও উপরে ওঠা যায় না। সাড়ে সাত হাজার জুনিয়র ডাক্তারদের সবাই যদি আন্দোলন করেও তবুও সরকার না চাইলে টলাতে পারবে না। এটা জেনেও একই কাজ করে চলেছে তারা। দশ দফা দাবি যারা করছে তারা হয়তো ভুলেই গেছে জনগণের করের টাকায় সরকারি কলেজে পড়ছে তারা। ইন্টার্ন করার সময় টাকাও পাচ্ছে। পরিষেবা না দিয়ে প্রায় দু' মাস আন্দোলনে থেকে গেল তারা। সরকারের সহিষ্ণুতা অন্য রাজ্যের মত নয় বলে এখনও সহ্য করে যাচ্ছে। প্রায় দু' মাস ধরে যে অব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে তারা জনগণের কাছে তা দুর্বিষহ হচ্ছে,কেন তারা বুঝতে পারছে না এটাই প্রশ্নের। সরকার সহ্য করলেও এভাবে চলতে থাকলে গ্রাম ও শহরের গরীব মানুষেরা চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে খেপে গেলে সরকার সামাল দিতে পারবে না। তখন সব দায় বর্তাবে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর।

জুনিয়র ডাক্তাররা মনে করছে সরকার দুর্বল,কিছুই করতে পারবে না। সরকারের কাছে তিনটি বিকল্প রয়েছে। প্রথম বিকল্প হল রাজ্যের সব থানা থেকে সাড়ে সাত হাজার পুলিশকর্মীকে তুলে এনে সাড়ে সাত হাজার জুনিয়র ডাক্তারের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুক। দ্বিতীয় বিকল্প হল দশ দফা দাবি মেনে নিক সরকার। অন্য বিকল্প হল জুনিয়র ডাক্তারদের অবিলম্বে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির কারণে ড্রপ আউট ঘোষণা করুক এবং সর্বশেষ বিকল্প এসমা জারি করে দিক। তাহলেই দেখা যাবে যারা তাদের উস্কানি দিচ্ছে তারা কি পরামর্শ দেয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তাদের। এরা ভুলে যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্মণরেখা থাকে। ওরা মনে করছে মেলায় গিয়ে বাবা-মাকে বলবে লজেন্স কিনে দাও,বেলুন কিনে দাও,পাঁপড় ভাজা খাওয়াও,এবং না দিলে ভ্যাঁ করে কেঁদে দেবে। এটা চলতে দেওয়া যায় না। যারা সুপ্রিম কোর্ট মানে না তাদের প্রতি নরম মনোভাব দেখানোর কোন কারণ নেই।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

মানুষের কর্তব্য

আর এর বিপরীত দুঃখের হেতুস্বরূপ অজ্ঞান, প্রমাদ, অশান্তি এবং অন্যায়ের প্রতি আগ্রহ এবং সেগুলির বৃদ্ধির কারণ হয়ে ওঠা হলো আত্মার অধঃপতন।' মানুষকে প্রতিনিয়ত আত্ম-নিরীক্ষণ করে আত্মার উন্নতির জন্য যথন করা এবং অধঃ পতনের পথ থেকে সরে থাকা উচিত। সংসারে সংসর্গই হলো উন্নতি-অবনতির প্রধান কারণ। যে মানুষ তার উন্নতি সাধনে সফল হয়েছেন অথবা উন্নতির পথে অবিচরল রয়েছেন তাঁর সঙ্গ আত্মার উন্নতির সহায়ক। যে মানুষ পতিত অথবা যার উত্তরোত্তর পতন হচ্ছে তার সঙ্গ আত্মার অবনতির কারণ। সেজন্য সদা সর্বদা উত্তম পুরুষের সঙ্গ করা উচিত। তাঁকেই উত্তম পুরুষ বলে মনে করা উচিত যার মধ্যে স্বার্থ, অহঙ্কার, দম্ভ এবং ক্রোধ নেই, যিনি মান, বাহবা বা পূজা চান না, যাঁর আচরণ পরম পবিত্র, যাঁকে দেখলেও যাঁর কথা শুনলে পরমাত্মার প্রতি প্রেম তথা শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়, হৃদয়ে শান্তির প্রাদুর্ভাব হয় এবং পরমেশ্বর, পরলোক ও সৎশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়ে কল্যাণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এইরকম পরলোকগত বা জীবিত সৎপুরুষের উত্তম আচরণগুলিকে আদর্শ গণ্য করে সেগুলির অনুসরণ করা, তাঁদের আদেশানুসারে চলা এবং নিজেদের বুদ্ধিতে যা কল্যাণকারী, শান্তিপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ মনে হয় তাকে কার্যান্বিত করা উচিত। মহারাজ মনু বলেছেন—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্মস্য লক্ষণম্।।
(২।১২)

'বেদ, স্মৃতি, সৎপুরুষদের আচরণ এবং যার আচরণে হৃদয়ে প্রসন্নতা আসে—এই চারটিকে ধর্মের প্রত্যক্ষ লক্ষণ বলা হয়েছে।'

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে যাঁরা আমাদের শ্রুতি-স্মৃতিকে মানেন না তাদের জন্য কি কোনো উপায় নেই? সকলের পক্ষেই কি শ্রুতি-স্মৃতিকে মানা আবশ্যক? যদিও হিন্দু বলে শ্রুতি-স্মৃতি আমার খুবই প্রিয় আমি সেগুলির পক্ষপাতী তবু আমার এই কথা কখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না যে শ্রুতি-স্মৃতিকে মান্য করা ছাড়া সদাচারের অন্য কোনো উপায় নেই।

ক্রমশ...

‘ঠাকুর বাঁধের উপকথা’

বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ওদিকে ছোট কাকাও ছাড়ার পাত্র নন। বিষয়টি সাময়িক স্থগিত থাকলেও উনি তো অংশীদার তা অস্বীকার করতে পারবে না কেউ। সেদিন থেকে প্রতিদিন ছোট গিন্নি ছোট কর্তাকে ঠেস দিয়ে বলেন, তুমি কিছুই পার না, দাদা, ভাইপো বলল,অমনি গুটিয়ে গেলে। আমি মানছি না। ঠাকুরবাঁধের ভাগ চাইই। যে ভাবে পার তা কর,নাহলে আমিই কিছু করব। ছোট ঠাকুর পড়লেন বিপদে। কিভাবে বাঘিনীর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

মেজ ঠাকুর ছোট বউ এর এ ধরণের ব্যবহারে বিচলিত হলেন বটে তবে তিনিও বুঝে গেলেন আর ঠাকুর পরিবারকে এক সাথে বেঁধে রাখা সম্ভব হবে না। একবার যখন ঘুণ ধরতে শুরু করেছে তা ক্রমশ বাড়তে থাকবে। তা থেকে ভাল আগে ভাগেই সব সমস্যার সমাধান করে ফেলা। সেই সমাধান বাকি সব ক্ষেত্রে সম্পন্ন হলেও ঠাকুরবাঁধের বিষয়ে কি করা যাবে তা নিয়ে একটা সিদ্ধান্ত তাদের নিতেই হবে। সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বড় গিন্নি, ভাইপো নীলুর সাথে আলোচনা করেই।

কোন আলোচনাতেই কিছু হল না। নীলু কিছুতেই পুকুর ছাড়তে রাজি নয় আর ছোট বউ এর ভাগ চাই সেই পুকুরের। কুঞ্জ ঠাকুর ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন ঠাকুর পরিবারের দু'চার জন আত্মীয়দের লাগিয়ে যদি ছোট বউকে বোঝানো যায়, হয়ত কাজে লাগতেও পারে। ছোট বউ এর ঠাকুমা তখনও জীবিত। কুঞ্জ ঠাকুর সেখানে একবার গেলেন। আলোচনা করলেন। ঠাকুমা কথা দিলেন, তিনি দেখবেন। কিছুদিন অপেক্ষা করেও কিছু হল না। এদিকে ছোট ভাই এর সাথে বউ এর ঝগড়া লেগেই রইল। রোজকার কলহ। আলাদা হলেই একই চত্বরে সবাই রয়েছে। হাঁড়ি আলাদা হলেও সব খবরই জানা যাচ্ছে। তলে তলে ছোট বউ গ্রামের এক সদগোপ পরিবারের সাথে এ নিয়ে যোগাযোগ রাখছেন বলে খবর পেলেন কুঞ্জ ঠাকুর। খবরটা আর কেউ নয়, গুলুই এনেছিল। কুঞ্জ ঠাকুর ওই সদগোপ বাড়ির কর্তা নিতাই ঘোষ এর সাথে কথা বলে জানতে পারেন ছোট বউ পুকুরের একের তিন অংশ বিক্রি করতে চান তাকে। তিনি ঝামেলা হতে পারে বলে এখনও কিছু বলেন নি।

সদগোপ বাড়ির কর্তা থেকে ছোট বউ এর ইচ্ছা জেনেও কুঞ্জ ঠাকুর বেশ কিছুদিন চুপচাপ থেকে নীলুকে জানানো মাত্র নীলু কাকাকে বলে তা থেকে ভাল ছোট কাকু ওই পুকুরের ভাগের বদলে কত পরিমাণ জমি চান, সেই পরিমাণ জমি সে দিয়ে দেবে,তবু পুকুর ভাগ বা বিক্রি হতে দেবে না। ছোট বউ এই প্রস্তাবে এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। কাগজপত্র হয়ে গেল। পুকুরের ভাগ ঠেকানো গেল।

৩২

ভুচুংডি গ্রাম আর সেই ভুচুংডি গ্রাম নেই। যদিও শান্তির পরিবেশ এক সময় ওই গ্রামটিতে বিরাজ করত তা কালের নিয়মেই ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে চলেছে। কে আর ঠেকাবে। যত দিন এগিয়েছে ততই লোভ লালসা বেড়েছে মানুষের। আরো চায়, আরো, আরো....। কত পেলে থামবে নিজেরাই জানে না। তবে চায়। আরো চায়। যার দু বিঘা সে চায় চার বিঘা। যার দশ বিঘা আছে সে চায় বিশ বিঘা। জমি তো বাড়ে না। বড় জোর ঘুটা বা গোড়া জমিকে চাষযোগ্য করা যেতে পারে। বন জঙ্গল কেটে গোড়া করা যায়, তার বেশি নয়। জমিদার ঠাকুর পরিবার দশ শতাংশ রেখে বাকি সব বিলি করে দিয়েছেন আগেই। সেই দশ শতাংশ নিয়েই চলছে কাড়াকাড়ি। তার জেরে ঠাকুর পরিবারে ভাঙ্গন, জমিজমা, ঘর বাড়ি, গোয়াল, গরু, গাই মোষ, কাড়া ভাগ হয়েছে। এসে ঠেকেছে পুকুরে।

কালের নিয়মে রাজা ফকির হয়,দেওয়ান বা মুন্সি রাজা হয়। সেই কালের নিয়মে জমিদারিতে ভাটা পড়ে। মধ্যবিত্তের তালিকায় চলে আসেন তারা। ঠাকুর পরিবার সেই পর্যায়ে না এলেও ঘুণ ধরতে একবার শুরু হয়েছে,আসতে দেরি হবে না।

কুঞ্জ ঠাকুর অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে সেই দিনটি এত তাড়াতাড়ি না আসে। কিন্তু কালের গতি বিধি কে রোধ করতে পারে?

ছোট ঠাকুর আর আগের ছোট ঠাকুর নেই, সেই বড় কর্তাও নেই। বাঁধনছাড়া, স্বাধীন পুরুষ,ভাল মন্দ নিজেই বোঝে। কারো নির্দেশ মানবে কেন?

একমাত্র নির্দেশ দিতে পারেন তিনি হলেন ছোট গিন্নি। তার কথা অমান্য করলে বাড়িতে মহারণ শুরু হয়ে যাবে।

ধীরে ধীরে সব থিতু হয়ে যায়। কুঞ্জ ঠাকুর আর ছোট ভাইকে কিছু বলেন না। বড় গিন্নি আর এ সবে মাথা ঘামান না বরং ছেলে নীলাম্বরকে বলে তাকে যেন দক্ষিণের তীর্থস্থানে রেখে আসে। বড় ঠাকুরের মতই কোন দেবালয়ে শেষ জীবন কাটাতে চান। আর সংসারে থাকতে চান না। ছেলেরা তাতে রাজি নয়, পুত্রবধুরা রাজি নয়, তাই বাড়িতেই থাকতে হয়,তবে চুপচাপ।

(পরবর্তী অংশ পরের বুধবার)

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

কবিতা

অন্ধকারের ভেতর খেলা করছে গভীর রাত্রি

বিধান শীল

ঝড়ো হাওয়ার খুলে গেল জানালা
জোরালো ধাক্কা মারে অন্দরের আঙিনায়
গুরু গুরু মেঘের আওয়াজ
ভয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল চরম অস্থিরতা
ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ল শরীর
সমর্পণ করলাম সমস্ত ভার
আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল জলের দেশ
যেতে যেতে দেখলাম,
কালো অন্ধকারের ভিতর খেলা করছে গভীর রাত্রি।

উচ্ছিষ্ট

কনক কুমার প্রামানিক

ভাগাড়ের আর্বজনা-
দুগর্ন্ধময় পরিত্যক্ত নোংরা উচ্ছিষ্ট,
সারশূন্য মানব জীবনের পরিধি
উৎকৃষ্টের পাল্লাটা ক্ষীণ, মন্দে পরিশিষ্ট।
বাঁকী আছে নিকৃষ্টেরই অবশিষ্টাংশ শুধুমাত্র
কিলবিল জীবাণুদের আনাগোনা,
নাসিকার দূভেদ্য পর্দা ভেদ করে আসে পরিত্যক্ত ঘ্রাণ
বিশ্রী জীবনে এলোমেলো, হৃদয় আনমনা।
পার্থিব কীটে ধ্বংশ সমাজের সুশীল সভ্যতা
শুভ সৃষ্টি চাপা পড়ে ধ্বংশাবশেষের নিচে,
অগ্রগামীকে পেছন থেকে টেনে ধরে দূর্বৃত্তরা
এগোতে দেয়না, টেনে ধরে পিছে।

সভ্য নামের মানুষ

আজাদ রায়হান

প্রকৃতিরাজ্যে কতই না ঝড় ওঠে
সাইক্লোন, হ্যারিকেন, টাইফুন,
কালবৈশাখী, অকালবৈশাখী, আরও কত কি।
কত মানুষ ঘরছাড়া বিবাগী হয়,
কত মানুষ মরে মরে লাশ হয়,
শ্মাশান আর কবর একাকার হয়।
দাবানল জ্বলে, পুড়ে পুড়ে ভস্ম হয় বন-বনাঞ্চল।
তুষার ঝড়ে ঢাকা পড়ে কত নগর - সভ্যতা।
ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়ে কত ঘর-বাড়ি, অট্টালিকা।
বিশ্বমাতা দীর্ণ - বিদীর্ণ হয়
মানুষের অগ্রযাত্রা তবু থামে না কখনও।
আবারও উত্তরোত্তর ঘর বাঁধে, নতুন আস্তানা খোঁজে,
বাঁচার নেশায় বুঁদ হয়।
খেয়ালী প্রকৃতি যা না করে, খেয়ালী মানুষ তা করে।
মানুষের সুখের ঘর পুড়িয়ে দেয়,
বাঁচার পবিত্র নেশায় ঢিল ছিটায়,
ওষুধে বিষ মেশায়, খাদ্যে ভেজাল দেয়।
মাদকে মাত করে অধিকার লুফে নেয়।
ক্ষুধাতুর মানুষের পয়সা দিয়ে অস্ত্র বানায়।
আদিম বন্যতাকেও হার মানায় বর্তমানের
সভ্য নামের মানুষ।
প্রকৃতি নয়; - মানুষ মানুষের শত্রু হয়।
আজ বাঁচার নেশায় মাত হয়ে আছে
পৃথিবীর শত - শত কোটি মানুষ।

সম্পর্ক

কিশলয় গুপ্ত

ভালবাসা এতটাও শারীরিক হতে নেই
পড়শী মুচকি হাসার সুযোগ পায়।
কিছুটা শরীরের ভূমিকা মেনে দিন
কিছুটা বুকের কম্পন মেনে রাত হোক।
এইভাবে প্রেম বুনে নকশী কাঁথার গান
ফসলের দাবি মানুক হাসিমুখে।
এইভাবে ঋতুমতী কাল আমাদের
ঘরে ঘরে এনে দিক শারদ, দীপাবলী।
ভালবাসা কতটা গভীরের ডাক পেলে
ভুলে যায় আস্ত একটা শরীর শুধু
উদয় অস্ত সীমানা ধরে খোঁজ খোঁজ
গল্পের চরিত্র হয়ে থাকে মান্ধাতা ধরে।
তুমিও জানো কতটা দিয়ে যেতে পারি,
আমিও জানি কতটুকু গলে গেলে
পড়শীর সীমা প্রাচীরে দাগ লেগে
বাঁচিয়ে রাখবে শুধু তোমাকে, আমাকে...

সূর্যের ভালোবাসা

সমীর কুমার ভৌমিক

সকাল সকাল ওঠো সোনা
ওই দ্যাখো ওই সূর্য রাঙা
পুব আকাশে হাসে।
খুব সকালে উঠলে তুমি
দেখতে পাবে সূর্যমামা
তোমায় ভালোবাসে।।

শাড়ির ভালোবাসা

বিজন বেপারী

শরৎ ক্যানভাস; শুভ্র মেঘের লুকোচুরি
পঙ্খিরাজের রথে চেপে যাচ্ছে স্বপ্ন
নীলাকাশ পূর্ণ মেঘের দখলে।
কাশবনের সৌন্দর্য উপভোগ করেন
প্রকৃতি পরিবেশ প্রেমী কবিরা,
ছোট্ট শিশু, বৃদ্ধ এবং স্মার্ট সিটিজেন
নদীর দু'ধারে ভালোবাসা।
ওদিকে শারদীয় দুর্গোৎসব দার প্রান্তে;
আমি অপেক্ষায়, তোমার প্রীতি উপহারের
উষ্ণ ভালোবাসা আর নতুন শাড়ির ছোঁয়া।

এলোকেশী

শারমিন নাহার ঝর্ণা

বাতাসে বৈরী ঢেউ খেলে যায়
অন্তরীক্ষ কালো মেঘে ছেয়ে,
ঘুটঘুটে অন্ধকারে এলোকেশী দাড়িয়ে-
তৃষ্ণার্ত নয়নে কিসের যেন উচাটন।
টিপটিপ জৌলুসে প্রণয় আঁকে
জোনাকি আঁধারের সিঁথিতে,
এলোকেশীর মেঘকালো কেশে আলতো পরশ-
কেটেছে বুঝি আঁধার।
কে আকেঁ আলোর রেখা?
আপন মানুষ গো চেয়ে দেখো একবার
শত আঁধার উপেক্ষা করে ভালবাসবো শতবার।।

বিনয় কৃষ্ণ পাল -এর ২টি কবিতা

মহালয়া

দুর্গাপূজার সূচনা সেই দিন হতে,
মহালয়া তিথি যারে কয় শাস্ত্র মতে।
পিতৃপক্ষ মাতৃপক্ষ মাঝে সন্ধি ক্ষণ,
দেবীর বোধন তরে তার আগমন।
মহালয়া পুণ্য দিনে মাতা ঘরে আসে,
ভক্তের মঙ্গল তরে অসুর বিনাশে।
মহালয়া হতে তাই মহাপূজা শুরু,
অসুরের বুক কাঁপে ভয়ে দুরু দুরু।
এ দিন ভোরের বেলা স্তোত্র পাঠ শুনে,
অসুর নিধন মন্ত্র পৌঁছে যায় কানে।
গলা জলে দাঁড়িয়ে কেউ করে তর্পণ,
পূর্ব পুরুষদের লাগি শ্রদ্ধা অর্পণ।
দেবীর মাহাত্ম্য শুনি সব লোক মুখে,
অসুরেরা হেরে যায় দাঁড়ালেও রুখে।

জাতির জনক

গুজরাটে জন্ম পিতা করমচাঁদের ঘরে,
মাতা পুতলিবাঈ দেবীর কোল আলো করে।
মোহনদাস গান্ধী নাম পরে হন বাপুজি,
রবি ঠাকুর মহাত্মা কন সবার গান্ধীজি।
স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অগ্রগণ্য নেতা,
জাতির জনক তিনিই জনগণের ত্রাতা।
ব্রিটিশ উচ্ছেদকল্পে তাঁর অবদান মানি,
বর্ণনাতেও শেষ হবে না সকলে তা জানি।
অহিংসা সত্যাগ্রহের তিনিই উদগাতা,
ডান্ডি লবণ আন্দোলনে বলেন শেষকথা।
অসহযোগ আন্দোলন নজর কাড়ে বেশ,
ইংরেজ ভারত ছাড়ো সেটাই তার রেশ।
এই ভাবে স্বাধীনতার সকল আন্দোলন,
দেশের তরে গান্ধীজির লড়াই আজীবন।
তাঁর নেতৃত্বেই স্বাধীনতা পেল দেশবাসী,
স্বরাজ ছিনিয়ে এনে ফোটালেন মুখে হাসি।

মন্ত্রতন্ত্রসিদ্ধ

তুহীন বিশ্বাস

আবারও যখন নৃশংস অমাবস্যা আসবে
বিধস্ত বিবস্ত্র বাস্তবতায় এসো অবেলায়,
বরাবরের মন্ত্রতন্ত্রসিদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে;
ফুৎকারে নাস্তানাবুদ কিম্ভূতকিমাকার।
নিবেদিত বলেই সময়টা অস্তিত্ব সংকটে
পুষে পিষে মারে যত্তসব অকৃতজ্ঞের দল,
স্বার্থপরতা জেঁকে বসে শিরা-উপশিরায়;
হাসিলে স্বেচ্ছায় লোপ পায় স্মৃতিশক্তি।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

মহালয়া

এস ডি সুব্রত

মহালয় থেকে মহালয়া দেবী দুর্গার আগমনবার্তা
অমাবস্যা তিথিতে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পনাদি
অন্যদিকে দেবী দুর্গার বোধন বা জাগরন
প্রতিপদে ঘট বসিয়ে দুর্গাপূজার সুচনাকরন,
দক্ষিনায়নের ছয়মাস দেবতাগন নিমগ্ন থাকেন ঘুমে
দেবীর বোধন বা জাগ্রণ তাই হয় প্রয়োজন
মহালয়া মানে মা দুর্গার মর্ত্যে আগমন
মহালয়া মানে নব সৃষ্টির শুভ সুচনা,
অশুভ শক্তির বিনাশ শুভ শক্তির জাগরণ
পিতৃপদের শেষে দেবীপক্ষে প্রয়াত আত্মার মর্ত্যে আগমন
মহালয়া পরবর্তী প্রতিপদে ঘট বসিয়ে
শুরু হয় দুর্গাপূজার আবহমান কাল থেকে,
মন্দিরে মন্দিরে বাজে শঙ্খধ্বনি
পুরোহিত কণ্ঠে অবিচল চণ্ডীপাঠ শুনি
পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে মঙ্গল কামনায়
দূর হয় অমাবস্যা দেবীর মহাত্যেজের আলোয়,
মহালয়া এলেই আসে দেবী মহামায়া
দেবীর বন্দনায় ধ্বনিত হয় বসুন্ধরা
শঙ্খনিনাদে দেবী আসে তব দ্বারে
অশুভ শক্তির বিনাশে এই ধরাধামে,
সনাতন ভক্ত সবাই মিলে উঠবে মেতে কাশের বনে
মায়ের পায়ে পড়বে লুটে শারদ সাজে
দেবী অম্বা দেবী রূদ্রানী শুভ শারদীয়া
অপশক্তি সমুলে নাশিয়া আনিবে ধরায় অমিয় ধারা।

অনুতাপ

শহিদুল ইসলাম লিটন

সবার সাথে গিয়েছিলাম গরীবের ছোট্ট কুঁড়েঘরে
আদর করে বসতে বলেছিল হাতটি আমার ধরে
ক্ষণিকপরে কুঁড়েঘরে শুরু হয়েছিল চায়ের এক পর্ব
চা পান না করে আমি করেছিলাম সত্যি ভালবাসা খর্ব।
গরীবের ভালবাসা আসলে কতিইযে হৃদয়ের আপন
বুঝতে পারে তারা যারা তাদের সাথে করে জীবন যাপন
আমিতো মনের অজান্তে করেছি সেদিন মারাত্মক ভুল
ভুলের মাশুল দিতে মাঝে মাঝে ছিড়ি নিজ মাথার চুল।
তারা ভেবেছিল আমার মাঝে আছে কতইনা অহমিকা
হয়তো পান করিনি আমি দেখে তাদের চা ছিল ফিকাহ
গরীবের ঘরে আমার পদচারণা নয় নতুন আভির্ভাব
তাদের আত্মার সাথে রয়েছে আমার ভালবাসার প্রভাব
গরীবের পক্ষ থেকে যখন যাকিছু তারা করে আপ্যায়ন
তাদের পরিবেশন হৃদয় দিয়ে করতে হয় সঠিক মুল্যায়ন
কত কষ্ট করে আমাদের জন্য তারা করে আয়োজন
অনীহা থাকলেও তাদের ভালবাসা সবার বড় প্রয়োজন
সেদিন মোদের জন্য তড়িঘড়ি করে এনেছে কতকাপ চা
আমি ব্যতিত সবাই পান করেছে তাদের এই রঙিন চা
তাদের কোমল হৃদয়ে ধরা পড়েছে আমার এই অপরাধ
মনে হয় জনমের জন্য হারিয়েছি তাদের প্রীতির স্বাদ।
চলার পথে আমার এটা যেন হয় নতুন করে চরম শিখা
অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত আমি সত্যি ছিল না অহমিকা।

রাজ্য

ছত্তীসগঢ়ে মাওবাদীদের ফান্ডিং, রাজ্যে এনআইএ হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ সুদূর ছত্তীসগঢ়ের মাওবাদী নাশকতা এবং মাওবাদী সংগঠন সংক্রান্ত তদন্তে রাজ্যের ৭ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে এনআইএ। মঙ্গলবার ভোর থেকেই শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। এনআইএ-এর সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। তল্লাশি চলছে বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সোদপুর ও জগদ্দলে। তল্লাশি চলছে আসানসোলের এক গবেষকের বাড়িতেও। প্রসঙ্গত, ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুর জেলায় মাওবাদী নাশকতার ফান্ডিং ও সংগঠন সংক্রান্ত তদন্তে নেমে এ রাজ্যের সাত জায়গার নাম আতস কাচের নীচে এসেছে। তার ভিত্তিতেই তল্লাশি চালাচ্ছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোদপুরের পল্লিশ্রী এলাকায় মানবাধিকার কর্মী শিপ্রা চক্রবর্তী ও মানবেশ চক্রবর্তীর বাড়িতে তল্লাশি চলছে। আসানসোলের দুটি জায়গায় তল্লাশি চলছে। একজনের নাম অভিজ্ঞান সরকার, যিনি মূলত গবেষক হিসাবেই পরিচিত। যাদবপুরের এই প্রাক্তনী এর আগে সিঙ্গুর আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। পরবর্তীকালে দেউচা পাচামি আন্দোলনের সময়েও তাঁকে দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে আসানসোলের সুদীপ্তা পাল, তিনিও একজন মানবাধিকার কর্মী। তাঁর বাড়িতেও তল্লাশি চলছে। এনআইএ আধিকারিকদের দাবি, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই মাওয়িস্ট অর্গানাইজেশনের যোগ রয়েছে। আর্বান নকশাল হিসাবে তাঁদেরকে অভিহিত করছে এনআইএ। তাঁদের সঙ্গে ছত্তীসগঢ়ের এই নাশকতার কী যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। আপাতত তাঁদের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় আইইডি বিস্ফোরণে আহত হন সিআরপিএফ জওয়ান। আহতরা রায়পুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সে সময়ে সিআরপিএফের ১৫৩ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা টহল দিচ্ছিলেন। তখনই তাঁরা ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) দেখতে পান। তাঁরা নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করছিলেন, তখনই বিস্ফোরণ হয়।

ছবি বিতর্কে আরও কোণঠাসা নেত্রী রাজন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজন্যা। এরপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএমসিপির কমিটি থেকেও সরানো হল রাজন্যাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিট সভানেত্রীর পদ থেকেও সরানো হয়েছে রাজন্যা হালদারকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কমিটি গড়া হল। তাতে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে টিএমসিপির তরফে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ইউনিটের সভাপতি হলেন কিশলয় রায়। প্রসঙ্গত, এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতি ছিলেন রাজন্যা হালদার। এবার সহ সভাপতির দায়িত্ব পেলেন তন্ময় প্রামাণিক, ফিরোজ আলি লস্কর, এবং সায়ক চক্রবর্তী। আমিনুল ইসলাম মোল্লা, তীর্থরাজ বর্ধন পেলেন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব। সম্পাদকের দায়িত্বে শেখ সাহিল, শাহওয়াজ খান, অন্তরা দাস, সোমনাথ সর্দার, উদিতা পাল, রাজ অর্জন সিং এবং ঋতম দত্ত। কার্যনির্বাহী সদস্য হলেন কুতুবুদ্দিন বদ্দি, ঈশিতা সরকার, রূপসা রায়, সানা মন্ডল এবং সৃজিতা বড়ুয়া। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যাদবপুর ইউনিটের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে অমিত কুমার মণ্ডল। ২০২১ সালে তৃণমূলের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে ভাষণ দিয়েছিলেন রাজন্যা হালদার। তাঁর বক্তব্যর ঝাঁঝ মন কেড়েছিল তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের। যাদবপুরের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন রাজন্যা। নিশানায় বামেদের রেখে তিনি বলেছিলেন, "এই বাম অতিবামদের চিনে নিন। বর্জন করুন ওদের। ওরা খুনি। ওরা আমার এক ভাইকে খুন করেছে। সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্য ওরা তৎপর। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দিতে এলে আমাদের অত্যাচার করেছে। আমাদের খুন করার চেষ্টা করেছে। আমাদের মেরেছে। ওরা প্রোগ্রেসিভ বলে নিজেদের! এটা ওদের প্রগতিশীলতা?" এর পরেই ২০২৩ সালে যাদবপুরকাণ্ডে রাজ্য জুড়ে তোলপাড়ের আবহেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ইউনিট ঘোষণা করেছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বছর ঘুরতেই সেই ইউনিটে বদল আনা হল। ইতিমধ্যেই রাজন্যা আর প্রান্তিকের স্বল্পদৈর্ঘ্যর সিনেমা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। সরিয়ে দেওয়া হয় দু'জনকেই পদ থেকে। সিনেমা রিলিজ করার ব্যাপারে প্রথমে দু'জনে অনড় থাকলেও, পরে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেয় সিনেমা রিলিজ হবে না। এই ঘটনার পর রাজ্যের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে রাজ্যনার উজ্জ্বল রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ খানিকটা অন্ধকারে চলে গেল এই ঘটনায়।

'উনি ক্ষুব্ধ হবেন বলেই হল রঙ বদল', দাবি করলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বিমানবন্দরের সামনে একটি বাড়ির রঙ নিয়ে শুরু রাজনীতি। গেরুয়া রঙের অ্যাপার্টমেন্টটিকে সবুজ কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে। বিধান সভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, মঙ্গলবার ফেরার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এয়ারপোর্টের রাস্তা দিয়ে ফেরার পথে যদি তিনি এটি দেখতে পান তাহলে ক্ষুব্ধ হতে পারেন। সেই কারণেই সবুজ কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে সেটি। প্রসঙ্গত, কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে 'জয় মাতা দি' অ্যাপার্টমেন্ট। মালিক পান্না বর্ধন। অ্যাপার্টমেন্ট-এর গায়ে পড়েছে গেরুয়া রঙের প্রলেপ। আর তা দেখে ক্ষুব্ধ হবেন মুখ্যমন্ত্রী! আশঙ্কা রয়েছে। তাই কি সেই অ্যাপার্টমেন্ট ঢাকা পড়ল সবুজ নেটে? তেমনই প্রশ্ন তুলে দিল শুভেন্দু অধিকারীর এক্স মাধ্যমে পোস্ট। বিরোধী দলনেতার মতে, উত্তরবঙ্গ সফর শেষে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রীর 'অস্বস্তি ' ঢাকতে ঢাকা হল ওই অ্যাপার্টমেন্টটি। জোর করে সেই কাজ করল স্থানীয় পুর প্রশাসন। সাহায্যকারীর ভূমিকায় পুলিশ। দাবি শুভেন্দু অধিকারীর। ত্যাগের প্রতীক গেরুয়া। যা নিয়ে গর্ব করেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর তা কি না মুখ্যমন্ত্রীর 'অস্বস্তি'। মত শুভেন্দু অধিকারীর। এখানেই শেষ নয়, তাঁর প্রশ্ন, সূর্যরের গেরুয়া আভায় আকাশ গেরুয়া হলে তাও কী ঢাকবে রাজ্য প্রশাসন? রঙ নিয়ে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত, সরকারি সব কিছুতেই নীল-সাদা রঙ ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি নবান্নের একটি সভাকক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ টানেন মমতা। বলেছিলেন, "আমি এ বার উত্তরবঙ্গে গিয়ে দেখলাম, যত ভবনের টিনে লাল আর গেরুয়া রং লাগিয়ে দিয়েছে। যাঁরা সে সব সরবরাহ করে, তাঁদের ডেকে বলুন।" ওই প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন,"এটা আমাদের রং নয়।" এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এও দাবি করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের গাইডলাইন না মেনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নীল-সাদা রঙের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের কোটি কোটি টাকা আটকেছে কেন্দ্র। ফলে 'রঙ' নিয়ে রাজনীতি নতুন কিছু নয়। এদিন শুভেন্দু অধিকারী সেই বিতর্কই আরও একবার উস্কে দিলেন।

সমস্যা আরও বাড়বে পার্থর!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ ফের গ্রেপ্তারির পথে পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এবার প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিজেদের হেফাজতে নিতে চায় সিবিআই। সোমবার ব্যাঙ্কশালের বিশেষ আদালতে সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয় যে, প্রাইমারি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অন্য অভিযুক্ত অয়ন শীলকে তদন্তের কারণে হেফাজতে নেওয়ার প্রয়োজন। আদালত সূত্রের খবর, এই আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই দুজনকেই গ্রেপ্তার করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পরে সিবিআই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেপ্তার করে। এখন পার্থ জেল হেফাজতেই রয়েছেন। মঙ্গলবার পার্থ ও অয়নকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করানো হতে পারে। এর পর দুজনকেই সিবিআই নিজেদের হেফাজতে নিতে পারে। পুজোর আগে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে দুজনকে জেরা করা হবে বলে জানিয়েছে সিবিআই। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে তোলপাড় বাংলা। আদালতের নির্দেশে তদন্তভার পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তে নেমে একে একে একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও। ২০২২ সালের জুলাইয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইডি। গ্রেপ্তারির সময় রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পরে সেই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। একে একে অনেকে জামিন পেয়েছেন। মনে করা হচ্ছিল এবার হয়তো পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও জামিন পেয়ে যাবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তারির পথে হাঁটতে চলেছে সিবিআই আদিকারিকরা।

'থ্রেট কালচার' নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন স্বাস্থ্যভবনের!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ জুনিয়র ডাক্তাররা আবার লাগাতার কর্মবিরতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও তাঁদের দাবিদাওয়া মানা হবে না এমন কথা বলেনি রাজ্য সরকার। সব দাবি মানতে একটু সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সুপ্রিম কোর্টেও রাজ্যের আইনজীবী সমস্ত কাজ করতে একটু সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন। তবে রাজ্যের নানা হাসপাতাল থেকে 'থ্রেট কালচার' করার অভিযোগ রয়েছে। এবার সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে কমিটি গড়ল স্বাস্থ্যভবন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানিতে এই 'থ্রেট কালচার'–এর প্রসঙ্গ উঠেছিল। তার পরই এই তদন্ত কমিটি গড়ল স্বাস্থ্যভবন। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর 'থ্রেট কালচার' সামনে আসতে শুরু করে। যা নিয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা বারবার সরব হয়েছেন। একাধিক মেডিক্যাল কলেজ থেকে এই হুমকি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে। এই বিষয়টি নিয়েও সমাধান চান জুনিয়র ডাক্তাররা। আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজনের নাম ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। তাদের মধ্যে পরিচিত দুটি নাম হল, বিরূপাক্ষ এবং অভীক। তাঁদের বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তেমন তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি, এই থ্রেট কালচারের পিছনে বড় কোনও মাথা থাকতে পারে বলে মনে করছে সরকার।

বাস পথে নামাতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল বাস ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বেশ অনেকদিন ধরেই রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী এবং দফতরের সচিব সৌমিত্র মোহনের কাছে বাসের মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন জানিয়ে আসছিল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট। কিন্তু পরিবহণ দফতর তাঁদের সেই আবেদন না মেনে ধাপে ধাপে একের পর এক বাস ওঠাতে শুরু করে। এবার বাসের বয়সসীমা বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেট। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালে কলকাতা হাই কোর্ট পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের করা একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ দিয়ে জানিয়েছিল, পরিবেশ বাঁচানোর জন্য কেএমডিএ-র আওতাভুক্ত এলাকায় ১৫ বছর বয়সসীমার ঊর্ধ্বে কোনও বাস আর চালানো যাবে না। বর্তমানে কলকাতা হাই কোর্টের সেই নির্দেশমতো পরিবহণ দফতর আগস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে বাস বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বেসরকারি বাস সংগঠনগুলির দাবি, ১ আগস্ট থেকে কয়েকটা নয়, প্রায় হাজার খানেক বাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে। যদিও সেই দাবি মানতে চাননি পরিবহণমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, "আগস্ট থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মাত্র ১৫৭টি বেসরকারি বাস বাতিল হবে। তাই বেসরকারি বাসমালিকেরা যে দু'-আড়াই হাজার বাস বাতিলের কথা বলছেন, তা আদৌ সত্যি নয়।

ক্রীড়া-সংবাদ

ব্যাটিং ধসে টেস্ট হারল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ সমীকরণটা পরিষ্কার। কানপুর টেস্ট বাঁচাতে হলে বাংলাদেশ দলকে ব্যাট করতে হতো কমপক্ষে দুই সেশন। ততক্ষণে যদি দেড়-দুই শ লিড হয়ে যায়, তাহলে শেষ সেশনে রোমাঞ্চকর কিছুই হয়তো অপেক্ষা করত ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য। কিন্তু তা হয়নি। প্রথম ইনিংসে ২৩৩ রান করা বাংলাদেশ দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৬ রানে রানে অলআউট। ভারতের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৯৫ রান। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩৪.৪ ওভারে ৯ উইকেটে ২৮৫ রান তোলা ভারতের এ লক্ষ্য টপকাতে ঘাম ঝরাতে হয়নি। ১৭.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ভারত। বৃষ্টি ও ভেজা আউটফিল্ডের কারণে প্রায় আড়াই দিন খেলা না হওয়ার পরও ম্যাচ হারল বাংলাদেশ। চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টের পর কানপুরেও ভারতের এই জয়ে বাংলাদেশের ধবলধোলাইয়ে শেষ হলো টেস্ট সিরিজ। প্রথম ইনিংসের মতো গতিময় ছিল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসও। ছোট লক্ষ্যটাকে দ্রুত তাড়া করার আভাস দিচ্ছিলেন অধিনায়ক রোহিত। তবে ১ বাউন্ডারিতে ৭ বলে ৮ রানে রোহিত আউট হলেও প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭২ রান করা জয়সোয়াল টিকে ছিলেন। শুভমান গিল ৬ রানে আউট হলেও মারকুটে ব্যাটিংয়ে আজ ৪৫ বলে খেলেছেন ৫১ রানের ইনিংস জয়সোয়াল। বিরাট কোহলি অবশ্য শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন। ৩৭ বলে ২৯ রান করেছেন কোহলি। পন্ত অপরাজিত ছিলেন ৪ রানে। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া মেহেদী হাসান মিরাজ আজ নিয়েছেন ২ উইকেট, তাইজুল ১টি। এর আগে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নেমে আগের দিন ২ উইকেটে ২৬ রান তুলে দিনের খেলা শেষ করে বাংলাদেশ। ভারতের চেয়ে পিছিয়ে ছিল ২৬ রানে। আজ বাংলাদেশ ভারতকে কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে এবং ভারতইবা সেটা পেরোতে পারে কি না, অথবা বাংলাদেশকে ভারত অলআউট করতে পারবে কি না—আজ ছিল এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দিন। কিন্তু সম্ভাব্য রোমাঞ্চকর দিনটাকে সাদামাটা করে তোলে বাংলাদেশের ব্যাটিং। আরও একবার ব্যাটসম্যানরা 'আত্মহত্যা' করলেন বাজে শট খেলে। সাদমান ইসলামের ১০১ বলে ৫০ রানের ইনিংসটি ছিল বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ। ভালো খেলতে খেলতে তিনি আলগা শটে আউট হলে বাংলাদেশ ইনিংসে 'লড়াই' বলতে আর কিছু বাকি ছিল না। প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান মুমিনুল দিনের শুরুতেই অশ্বিনের লেগ স্টাম্পের বাইরের বলে সুইপ করতে গিয়ে ক্যাচ তোলেন লেগ স্লিপে। যে সুইপ শটটা প্রথম ইনিংসে খুব ভালো খেললেন, সেই শট খেলতে গিয়েই মুমিনুল আউট। নাজমুলও চেন্নাইয়ে রিভার্স সুইপটা বেশ ভালো খেলেছেন। আজ তিনিও সে শট খেলতে গিয়ে আউট হলেন, বোলার জাদেজা।

সাকিবকে কোহলির ব্যাট উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে তখনো কানপুর টেস্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়নি। এ সময় বিরাট কোহলি ড্রেসিংরুম থেকে নিজের ব্যাট নিয়ে বেরিয়ে এলেন দুই দলের ক্রিকেটারদের জটলায়। বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটারদের মধ্য থেকে সাকিব আল হাসানকে খুঁজে বের করে তাঁকে অবাক করে হাতে ধরিয়ে দিলেন 'এমআরএফ' ব্যাট। উপহার হাতে পেয়ে সাকিব হয়তো একটু অবাকই হলেন। পরে সাকিবের কাঁধে হাত রেখে কোহলিকে কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায়। এরপর ২২ গজে দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষের সঙ্গে কোহলিকে হাসাহাসি করতে দেখা যায়। পুরস্কার বিতরণ শেষে দুজনই হারিয়ে যান দুই ড্রেসিংরুমে। কানপুর টেস্টের আগেই টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নেওয়ার কথা জানান সাকিব। ঘরের মাঠে আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে তিনি দীর্ঘ পরিসরের ক্রিকেট থেকে অবসরের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। একই দিন জানিয়েছেন, সাকিব আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও তাঁর শেষ ম্যাচ খেলেছেন সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। ওয়ানডে ক্রিকেটকেও আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলে বিদায় বলতে চান সাকিব। অন্য দিকে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর এমনই এক পুরস্কার বিতরণের মঞ্চে এসে কোহলি ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। বাকি রইল ওয়ানডে আর টেস্ট। ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসে দুজনই যেন একই বিন্দুতে এসে মিলেছেন। এদিকে, তিন বছর পর টেস্ট ফিরেছে কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে। কোহলিদের খেলা দেখতে ভক্তরা তাই স্টেডিয়ামে ভিড় জমিয়েছেন টেস্টের প্রথম দিন থেকেই। ১৫ বছর বয়সী স্কুলপড়ুয়া কার্তিকেয়া এমন এক লাইনেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে কোহলির বড় ভক্ত।

ইতোকে ৬ মাসের নিষেধাজ্ঞা ফিফার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ ফিফার আচরণবিধি ভাঙায় ক্যামেরুনের কিংবদন্তি ফুটবলার স্যামুয়েল ইতোকে ছয় মাসের জন্য নিষিদ্ধ করেছে ফিফা। ২০২১ সাল থেকে ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের (ফেকাফুট) সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন ৪৩ বছর বয়সী ইতো। এ শাস্তির কারণে আগামী ছয় মাসের মধ্যে তিনি ছেলে ও মেয়েদের ক্যামেরুন জাতীয় দল থেকে বয়সভিত্তিক পর্যায়ের যেকোনো দলের ম্যাচে উপস্থিত থাকতে পারবেন না। ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা জানিয়েছে, ১১ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার বোগোতায় অনূর্ধ্ব-২০ নারী বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ব্রাজিল-ক্যামেরুন ম্যাচে দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে ইতোকে এ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছিল ব্রাজিল। রেকর্ড চারবারের আফ্রিকার বর্ষসেরা ফুটবলার ইতো ঠিক কী কী আচরণবিধি ভেঙেছেন, তা খোলাসা করে জানায়নি ফিফা। তবে সংস্থাটির শৃঙ্খলা কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, অফিশিয়ালদের সঙ্গে 'অসদাচরণ' এবং 'ন্যায্য খেলার মৌলিক নীতিগুলো লঙ্ঘন ও আক্রমণাত্মক ব্যবহারের' কারণে ইতোকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিন মাসেরও কম সময় আগে শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে ইতোর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে তাঁকে জরিমানা করেছিল আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশন (সিএএফ)। সংবাদমাধ্যম 'দ্য অ্যাথলেটিক' গত জানুয়ারিতে জানিয়েছিল, ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক এক নির্বাহী ইতোর বিরুদ্ধে কাগজপত্রসহ কিছু প্রমাণ দাখিল করেছেন। এসবের মধ্যে রয়েছে চিঠিপত্র, হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা, মেইল ও অডিও রেকর্ডিং। ইতো ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ক্যামেরুনে ম্যাচ পাতানো, ক্ষমতার অপব্যবহার ও শারীরিক হুমকি দেওয়ার অভিযোগের পক্ষে সমর্থনে এসব প্রমাণ দাখিল করা হয়। তবে সিএএফ জানিয়েছিল, ফুটবল ম্যাচে গড়াপেটার পক্ষে এসব প্রমাণাদি যথেষ্ট নয়। ক্যামেরুনের হয়ে চারটি বিশ্বকাপ খেলা ইতো বার্সেলোনা ও ইন্টার মিলানের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন।

জার্সি তুলে রাখার ঘোষণা বিশ্বকাপজয়ী গ্রিজমানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ জাতীয় দলের হয়ে তাঁর অভিষেক হয়েছিল ২০১৪ সালে। ২০১৭ সাল থেকে চলতি বছর মার্চের আগপর্যন্ত তাঁকে ছাড়া কখনো মাঠে নামেনি ফ্রান্স। এর মধ্যে গড়েছিলেন টানা ৮৪ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার দুর্দান্ত এক রেকর্ডও। গত এক দশকে ফ্রান্সের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়া সেই আঁতোয়ান গ্রিজমান আজ বিদায় বলে দিলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বিবৃতিতে ফ্রান্সের জার্সির তুলে রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। বিদায়বেলায় গ্রিজমান নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এভাবে, 'ভরপুর স্মৃতি নিয়ে আমি আমার জীবনের এই অধ্যায়টি শেষ করছি। দুর্দান্ত এই তিনরঙা অভিযানের জন্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।' গ্রিজমানের বিদায়ের খবর নিশ্চিত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে ফ্রান্স ফুটবলও (এফএফএফ)। দেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ফুটবলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, '১০ বছরের নিবেদন ও আনুগত্যের পর গ্রিজি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিচ্ছে। নিখুঁত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ, প্যাশনের জন্য ধন্যবাদ এবং স্মৃতিগুলোর জন্যও ধন্যবাদ।' ফ্রান্সের হয়ে ১৩৭ ম্যাচ খেলে ৪৪ গোল করেছেন গ্রিজমান। জাতীয় দলের জার্সিতে ২০১৮ বিশ্বকাপের পাশাপাশি জিতেছেন এবং ২০২০-২১ মৌসুমের উয়েফা নেশনস লিগও। ২০২২ সালেও ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলেছিলেন গ্রিজমান। তবে শিরোপা লড়াইয়ে আর্জেন্টিনার কাছে টাইব্রেকারে হেরে যায় ফরাসিরা। এর আগে ২০১৬ সালের ইউরোতে রানার্সআপ হওয়া ফরাসি দলের সদস্য ছিলেন আতলেতিকো মাদ্রিদের এই তারকা ফুটবলার। ফ্রান্সের হয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক শিরোপা জেতা গ্রিজমান দেশটির চতুর্থ সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলা ফুটবলার এবং গোল করার দিক থেকেও তাঁর অবস্থান ৪ নম্বরে। এ ছাড়া ব্যক্তিগত অর্জনেও গ্রিজমানের ক্যারিয়ার বেশ সমৃদ্ধ। ২০১৬ হয়েছিলেন ফ্রান্সের বর্ষসেরা ফুটবলার। গ্রিজমান জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ বল এবং সিলভার বুট।

স্ট্রাইক রেট ১২৮.১৮

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বয়স ২২। টেস্ট খেলেছেন মাত্র ১১টি। এই সংখ্যা দেখে তাঁকে আবার কম অভিজ্ঞ ভেবে ভুল করবেন না! ২২ বছর বয়সী এই যশস্বী জয়সোয়ালই ম্যাচ পরিস্থিতি বোঝেন এবং সেই অনুযায়ী চলে তাঁর ব্যাট। যে কারণেই চেন্নাইতে দেখা মেলে এক জয়সোয়ালের আর কানপুরে ভিন্ন একজনের। কানপুর টেস্টে ম্যাচসেরা হয়ে ম্যাচ পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন মাত্র ২২ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের চার ইনিংসের মধ্যে তিনটিতেই ফিফটি করেছেন জয়সোয়াল। চেন্নাই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫৬ রানের ইনিংস খেলেছেন ১১৮ বলে। আর দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে জয়সোয়াল করেন ৫১ বলে ৭২। আর দ্বিতীয় ইনিংসে আজ খেললেন ৪৫ বলে ৫১ রানের ইনিংস। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর রান নয়, উইকেট বাঁচানোতেই মনযোগ দিয়েছিলেন জয়সোয়াল। সে কারণেই অমন মন্থর ইনিংস। আর টি-টোয়েন্টিসুলভ ৫১ বলে ৭২ রানের ইনিংস তো এসেছিল দ্রুত রান তুলে ইনিংস ঘোষণার স্বার্থে। টেস্টের দুই ইনিংসেই ১০০ এর বেশি স্ট্রাইক রেটে ফিফটি করা প্রথম ভারতীয় জয়সোয়াল। ম্যাচসেরার পুরস্কার পাওয়ার পর এই ওপেনার বলেছেন, 'দলের জন্য কী করতে পারি, সেটা নিয়েই ভাবছিলাম। চেন্নাইয়ের ম্যাচ পরিস্থিতি ও এখানকার ম্যাচ পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল। দলের জন্য আমার কী করা উচিত, আমি সেটা করার কথাই ভাবছিলাম, চেষ্টা করেছিলাম। প্রতিটি ইনিংসই গুরুত্বপূর্ণ। আমি সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করি, সেইভাবে প্রস্তুতি নেই।' তিনি যোগ করেছেন, 'আমি যেভাবে খেলতে চাই সেভাবেই খেলার কথাই বলেছিলেন রোহিত ভাই ও স্যার (কোচ গৌতম গম্ভীর)। স্বাধীনভাবে খেলার বিষয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল, আমাদের মনে জয়ের পরিকল্পনাই ছিল, সেই অনুযায়ী খেলেছি।' সব মিলিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজে জয়সোয়াল রান করেছেন ১২৮.১২ স্ট্রাইকরেটে। যা কোনো নির্দিষ্ট সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সর্বোচ্চ। এর আগে ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সর্বোচ্চ ১২১.৯৬ স্ট্রাইকরেটে ব্যাটিং করেছিলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দীন। শুধু বাংলাদেশের বোলারদের নয়, ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বোলারদেরও শাসিয়ে ছিলেন জয়সোয়াল। ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে করেছিলেন দুটো ডাবল সেঞ্চুরি। ৮৯ গড়ে ৭১২ রান করে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। সেই সিরিজে জয়সোয়াল ছক্কাই মেরেছিলেন ২৬টি। অথচ এর আগে এক পঞ্জিকাবর্ষে ভারতের কোনো ক্রিকেটারের সর্বোচ্চ ছক্কার সংখ্যাই ছিল ২২টি। চলতি বছরে এরইমধ্যে ২৯টি ছক্কা মেরেছেন এই ওপেনার। সব মিলিয়ে এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড নিউজিল্যান্ডের ব্রেন্ডন ম্যাককালামের। ইংল্যান্ডের বর্তমান কোচ ২০১৪ সালে ৩৩টি ছক্কা মেরেছিলেন। অর্থাৎ, সেই রেকর্ড আগামী নিউজিল্যান্ড সিরিজেই ভেঙে ফেলতে পারেন এই ওপেনার।

বক্স অফিস

গুলিবিদ্ধ গোবিন্দা, ভর্তি হলেন হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ গুলিবিদ্ধ অভিনেতা গোবিন্দা। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে জানা গিয়েছে এই খবর। তাতেই তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সূত্রের খবর, অভিনেতার পায়ে গুলি লেগেছে। তাও আবার তাঁরই রিভলভার থেকে। মুম্বই পুলিশের আধিকারিক সংবাদসংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, অভিনেতার পায়ে গুলি লাগে। আর তা দুর্ঘটনাবশতই হয়েছে। চোট কতটা গুরুতর তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে সঙ্গে সঙ্গেই বলিউডের 'হিরো নম্বর ১'কে তাঁর বাড়ির কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু করে দেন চিকিৎসকরা। শোনা গিয়েছে, ভোর ৪.৪৫ নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। সেই সময় গোবিন্দার একটি কাজে বেরোনোর কথা ছিল। তাহলে রিভলভার কী করে তাঁর কাছে সেই সময় এল? এই অস্ত্র কী তিনি নিজের কাছেই রাখতেন? এমন নানা প্রশ্ন উঠে আসছে। সূত্রের খবর মানলে, তারকার রিভলভার ইতিমধ্যেই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হবে বলেও খবর। অভিনেতার শেষ মুক্তি পাওয়া সিনেমা 'রঙ্গিলা রাজা'। এক সময় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন গোবিন্দা। তবে চলতি বছরের লোকসভা নির্বাচনের আগে তিনি যোগ দেন শিব সেনা (শিন্ডে) দলে।

শেষ পর্যন্ত বিয়ের প্রস্তাব পেলেন ভাইজান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ বলিউডের তিনি এলিজেবল ব্যাচেলার। তাঁর বিয়ে নিয়ে, বলিউডের নানা গুঞ্জন। কিন্তু বিয়ের কথা শুনলেই সলমন একেবারে স্পিক টি নট। বরং নানাভাবে এড়িয়ে যান সেকথা। তবে কয়েক বছর আগে এক বিদেশিনীর কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে রীতিমতো বিপাকে পড়েছিলেন সলমন। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় সলমনের একটি পুরনো ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে একটি ফিল্মি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি ভাইজান। ঠিক তখনই সাংবাদিকদের মাঝখান থেকে এক মহিলা রীতিমতো চিৎকার করে উঠলেন। সলমনকে সোজা বললেন, আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই! আর আপনাকে বিয়ে করার জন্য আমি আমেরিকা থেকে উড়ে এসেছি। সলমনের সোজা উত্তর, আপনি মনে হয় শাহরুখকে খুঁজছেন! মহিলার স্পষ্ট জবাব, নাহ, আমি সলমক মানে আপনাকে ভালোবাসি! এরপরই কাহিনিতে টুইস্ট। একটু লজ্জা পেয়ে সলমন জানালেন, অনেক দেরি করে ফেলেছেন। ২০ বছর আগে এলে, ভেবে দেখা যেত! সলমনের এমন জবাবে হেসে উঠেছিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই। প্রসঙ্গত, প্রাণনাশের হুমকির তোয়াক্কা না করে 'দাবাং' মেজাজেই 'সিকন্দর' ছবির শুটিং শুরু করে যাচ্ছিলেন সলমন খান। কড়া নিরাপত্তার মোড়কে

শুটিং করছেন পরিচালক এ আর মুরুগাদোস। এর মধ্যেও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ছবি। দাবি করা হচ্ছে, এই ছবি 'সিকন্দর' সিনেমার শুটিংয়ের। আর তাতে মারকাটারি অ্যাকশনের মুডে রয়েছেন সলমন খান। তিনি সলমন দাবাং খান। তাঁর বাড়ি গ্যালাক্সিতে গুলিবর্ষণের পরেও, ঘরের ভিতর ভয় পেয়ে বসে নেই তিনি। বরং এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরই বুক চিতিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়েছেন। বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নাকি শুরু হয়েছে সলমন এই নতুন ছবির শুটিং। খবর অনুযায়ী, কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই শুটিং করছেন সলমন। এছাড়াও ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন সত্যরাজ। মনে করা হচ্ছে, এই ছবির ভিলেন তিনিই। ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা সুনীল শেট্টিকে।

পুরানো অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন দিশাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ করণ জোহর মানেই বলিউডের অন্দরমহলে একশ্রেণির মুখে কটাক্ষের ঝড়। বহিরাগতদের নাকি সেভাবে জায়গা করে দেন না তিনি। তাঁর নামে এমনই বদনাম বহুদিনের। যদিও তাতে খুব একটা গা করেন না বলিউডের দাপুটে প্রযোজক তথা পরিচালক করণ জোহর। নেপোটিজ়ম নিয়ে বারবার তোপের শিকার হওয়া করণের পক্ষে এবার মুখ খুললেন দিশা পাটানি। তিনি বহিরাগত। কিন্তু তাঁকেও নাকি বলিউডের অন্দরমহলে পা রাখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। কারণ সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ছবি যোদ্ধার ট্রেলার লঞ্চে ছিল বলিউড সেলেবদের ঢল। সেই ছবিতেই এক বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রী দিশা পাটানিকে। সেখানেই তিনি করণ জোহর প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। জানান তাঁর ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা। যোদ্ধা ছবির অভিনেত্রী দিশা করণ জোহর প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, আমি যদি আজ অভিনেত্রী হয়ে থাকি, তবে সেটা করণ জোহরের জন্যই। কারণ তিনিই প্রথম আমায় খুঁজে বার করেছিলেন। আমি তখন মডেলিং করতাম। আমার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। আমার মনে হয়, আমি হয়তো এখানে থাকতাম না, যদি না তিনি সেদিন আমায় নজর করতেন। তাই মানুষ যখন অনেক কিছুই বলেন, আমি ভাবি আমিও তো একজন বহিরাগত। আমার মনে হয় এটা আমার জন্য একটা বড় সুযোগ, যেটা উনি আমায় দিয়েছেন। এই সময় দিশা পাটানিকে থামিয়ে, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা বলে ওঠেন– কী বলছো দিশা, আমিও তো। স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার, করণ জোহরের ঝুলিতে অন্যতম হিট ছবি, যা তিন স্টারের জন্ম দিয়েছিল। দিশা নিজের কেরিয়ার ও ব্যাক্তিগত জীবনেও নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

ফের হাসপাতালে ভর্তি তালাইভা

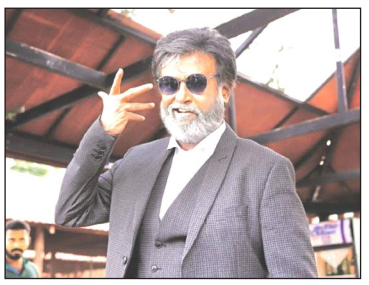

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১ অক্টোবরঃ সোমবার বেশ রাতের দিকে রজনীকান্তকে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা যাচ্ছে, সোমবার হৃদরোগ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দেয় বর্ষীয়ান অভিনেতার শরীরে। তব এখন অবস্থা স্থিতিশীল। হাসপাতাল বা পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসেনি। ৭৬ বছর বয়সী অভিনেতা ২টি সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন- পরিচালক জ্ঞানভেল রাজার ভেট্টিয়ান, যা ১০ অক্টোবর মুক্তি পাবে এবং লোকেশ কানারাজের কুলি। কয়েকদিন আগেই চেন্নাই ফিরেছিলেন তিনি। প্রায় এক দশক আগে সিঙ্গাপুরে কিডনি প্রতিস্থাপন করিয়েছিলেন এই সুপারস্টার। সম্প্রতি, তিনি স্বাস্থ্যের অবনতিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে রাজনীতি থেকেও বেরিয়ে এসেছেন। রজনীকান্ত, যাঁকে ভালোবেসে সকলে 'থালাইভা' নামে ডাকে, ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী অভিনেতা। শিবাজি, বাশা, এনথিরান (রোবট), আনাত্তে, পেট্টা, কালা, দরবার এবং কাবালি-সহ বহু সফল সিনেমা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অসাধারণ অভিনয় দিয়ে মানুষের মনে জায়গা করে আসছেন। তাঁর শেষ রিলিজ ছিল জেলার, যা ২০২৩ সালে ৯ অগস্ট মুক্তি পেয়েছিল। এবং বক্স অফিসে পাওয়ার হাউজ প্রমাণিত হয়। সেই বছরের অন্যতম বড় হিট ছিল জেলার। আসন্ন সিনেমাগুলির মধ্যে ভেটাইয়ান রজনীকান্তের ১৭০তম ছবি হতে চলেছে। লাইকা প্রোডাকশন দ্বারা প্রযোজিত এই সিনেমাটির শুট হয়েছে চেন্নাই, মুম্বাই, তিরুবনন্তপুরম এবং হায়দরাবাদ-সহ ভারত জুড়ে বেশ কয়েকটি মনোরম লোকেশনে। ১৬০ কোটি টাকার আনুমানিক বাজেটের সঙ্গে, ভেট্টিয়ান বছরের সবচেয়ে বড় রিলিজগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে। সকল ভক্তের একটাই প্রার্থনা, ১০ অক্টোবর ভেট্টিয়ান রিলিজের আগেই সুস্থ হয়ে উঠুন রজনীকান্ত। প্রসঙ্গত, কদিন আগে ভেট্টিয়ানের অডিয়ো লঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যখন, তখন মঞ্চে নাচেন তিনি। গানের হুক স্টপগুলি ফুটিয়ে তোলেন নিঁখুত ভাবে। যা দেখে ধারণা করা মুশকিল, অভিনেতা অসুস্থ হবেন কদিনের মধ্যে।